Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খেলাফত ও গণতন্ত্র কোনটি উত্তম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা

রোলঃ 227021009

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

খেলাফত ও গণতন্ত্র কোনটি উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা সিদ্দিকা

রোলঃ 227021009

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আয়েশা সিদ্দিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা সিদ্দিকা, আইডিঃ 227021009 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আয়েশা সিদ্দিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ayesha Siddika

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আয়েশা সিদ্দিকা

আইডিঃ 227021009

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

টপিক -১ঃখেলাফত কি 5

টপিক-২ঃখেলাফতের শাসন নীতি 5

টপিক-৩ঃখেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য....9

টপিক-৪ঃগণতন্ত্র কি.... 13

টপিক-৫ঃগণতন্ত্রের পরিচয়.... 13

টপিক -৬ঃগণতন্ত্রের কিছু ইসলামি পরিভাষা.... 15

টপিক-৭ঃগণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য.... 16

টপিক-৮ঃগণতন্ত্র ও খেলাফত সংঘর্ষের দিকসমূহ.... 18

টপিক-৯0:গণতন্ত্র কেন শিরক, কুফরী.... 21

টপিক-১০ঃগণতন্ত্র কেন জাহিলিয়াত.... 23

টপিক -১১ঃখেলাফত কেন গণতন্ত্রের চেয়ে উত্তম.... 24

টপিক -১ঃখেলাফত কি

খেলাফত’ (اَلْخِلَافَةُ) শব্দটি আরবী, যা خَلَفَ يَخْلُفُ خِلَافَةً । اسم مصدر অর্থাৎ স্থলাভিষিক্ত হওয়া। বাব نصر-ينصر। মাছদার اَلْخِلَافَةُ অর্থঃ ইমারত, ইমামত, শাসন, কর্তৃত্ব প্রভৃতি। পারিভাষিক অর্থে ‘আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আইনগত কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে পরিগঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাকে ইসলামী খেলাফত বলা হয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, ‘খেলাফত বলতে এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বুঝায় যা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত’। মোটকথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়ন করার প্রতিনিধিত্বই হল খেলাফত।

সূত্রঃউইকিপিডিয়া

টপিক-২ঃখেলাফতের শাসন নীতি

১.আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব

খেলাফতের প্রথম মূলনীতি আল্লাহ তা’আলাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী।আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নতের উৎস থেকে উৎসারিত আইনের মাধ্যমে কাজ করা হয়

রাসূল সা বলেন,

“আল্লাহর কিতাব মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর কিতাবে যা হালাল করা হয়েছে তোমরা তাকে হালাল মনে করো,আর যা হারাম করেছে, তোমরা তাকে হারাম মনে করো।(মিশকাত,১ম খন্ড,হাদিস নং ৯৮১)

রাসূল (সা) আরও বলেন,

আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না,আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।(মিশকাত,১ম খন্ড,৮৭৭)

২.সকল মানুষের প্রতি সুবিচার

খেলাফত ২য় যে মূলনীতির উপর স্থাপিত হয়েছিল তা হলো কুরআন সুন্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত সকলের ওপর তা সমভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নবীকে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন,

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۟

এ কারণে তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বল, ‘আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ বিস্বাদ নেই। (আশ শূরা-১৫)

৩.মুসলমানদের মধ্যে সাম্য

খেলাফতের তৃতীয় মূলনীতি হলো বংশ বর্ণ ভাষা দেশ কাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের অধিকার সমান।কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰي وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।(হুজুরাত -১৩)
কুরআন মাজীদে আল্লাহ আরও বলেন,

নিশ্চয় মুমিনরা একে অন্যের ভাই (হুজুরাত-১০)

হাদীসে আছে,
সকল মুমিনের রক্তের মর্যাদা সমান, অন্যের মোকাবিলায় তারা সবাই এক।তাদের একজন সামান্য তম ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিতে পারে। (আবু দাউদ)

৪.সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহি

খেলাফতের চতুর্থ মূলনীতি শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ক্ষমতা ও অর্থ সম্পদ আল্লাহ এবং মুসলমানদের আমানত।কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছে মত প্রণোদিত হয়ে এ আমানতের খেয়ানত করতে পারেনা।এ আমানত যাদের হাতে সোপর্দ করা হবে তারা এজন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا ﴿۵۸﴾ان الله يامركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم بهٖ ان الله كان سميعا بصيرا﴿۵۸﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা নিসা-৫৮)

রাসূল (সা) বলেন,

সাবধান, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা,যিনি সকলের ওপর শাসক হন তিনি ও দায়িত্বশীল, তাঁকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী)

৫.শুরা বা পরামর্শ

খেলাফতের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মুসলমানদের পরামর্শ এবং তাদের সম্মতি ক্রমে রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত কর

কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

وَ اَمۡرُهُمۡ شُوۡرٰى بَيۡنَهُمۡ ۪

তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে(আশ শূরা-৩৮)

হযরত আলী রা হতে বর্ণিত, আমি রাসূল সা এর খেদমতে আরয করি যে

আপনার পর আমাদের সামনে যদি এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয়,যে সম্পর্কে কোরআনে কোন নির্দেশ না থাকে এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যপারেও আমরা কিছু শুনে না থাকি, তখন আমরা কি করব?

রাসূল (স)বলেন,এ ব্যপারে দ্বীনের জ্ঞান সম্পন্ন এবং ইবাদত গুযার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করো এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী ফায়সালা করবে না।

৬.ভাল কাজে আনুগত্য

খেলাফতের ষষ্ঠ মূলনীতি হল সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তা দের কেবল সেসকল নির্দেশ ই তাদের অধীন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের জন্য মেনে চলা ওয়াজিব যা আইনানুগ

রাসূল (স) বলেন,

এজন মুসলমানের ওপর তার আমীরের আনুগত্য করা, শুনা,মেনে চলা ফরয।তা তার পছন্দ হোক বা না হোক।যতক্ষন তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া না হয়।(মুসলিম)

৭.পদমর্যাদার দাবি এবং লোভ নিষিদ্ধ

খেলাফতের অন্যতম মূলনীতি হল যে ব্যক্তি নিজে পদ লাভের জন্য অভিলাষী সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি অযোগ্য এবং অনুপযুক্ত

কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَ لَا فَسَادًا ؕ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

. এটা আখেরাতের সে আবাস যা আমরা নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।(সূরা কাসাস -৮৩)

রাসূল (স) বলেন,

আল্লাহর শপথ এমন কোন ব্যক্তিকে আমরা এ সরকারের পদমর্যাদা দেইনা,যে তা চায় এবং তার জন্য লোভ করে।

৮.রাষ্ট্রের মূল লক্ষ

খেলাফতের অষ্টম মূলনীতি হল

কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াই রাষ্ট্র প্রধান আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের চারিত্রিক মানদন্ডানুযায়ী ভাল ও সদগুণাবলীর বিকাশ এবং মন্দ ও অসৎ গুণাবলী র বিনাশ সাধন করবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيۡنَ اِنۡ مَّكَّنّٰهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهَوۡا عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الۡاُمُوۡرِ ﴿۴۱﴾الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور ﴿۴۱﴾

তারা (মুসলমান)এমন লোক যাদেরকে আমি যমীনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, এবং সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে আর সব কাজের চুড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর ইখতিয়ারে।(আল হাজ্জ-৪১)

রাসূল (স) তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে দ্বীনের ব্যবস্থা কায়েম করেছেন, এমন কোন কিছু সংমিশ্রণ হতে দেননি যা মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী নীতি সৃষ্টি করে।

হাদিসে এসেছে, তিন ব্যক্তি আল্লাহর সবচেয়ে অপছন্দ, তাদের একজন ঐ ব্যক্তি

“যে ইসলামে কোন জাহেলি রীতিনীতি র

প্রচলন করতে চায়”

৯.আমর বিল মারুফ ও নাহই আনিল মুনকার এর অধিকার এবং কর্তব্য

খেলাফতের আর একটি মূলনীতি হলো

মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সত্যবাক্য উচ্চারণ করবে সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানে কোন ভুল এবং অন্যায় কাজ হতে দেখবে সেখানেই তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে।কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেন,

وَ تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَ التَّقۡوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَ الۡعُدۡوَانِ ۪

নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে(আল মায়েদা-২)

রাসূল (স) বলেন,

তোমাদের কেউ যদি কোন মুনকার (অসৎকাজ)দেখে তবে তার উচিত তা হাত দিয়ে প্রতিহত করা।তা যদি না পারে, তবে মুখ দ্বারা বারণ করবে।তাও যদি না পারে, তবে অন্তর দ্বারা বারন করার আগ্রহ করবে। (মুসলিম)

তথ্য সহায়তায়ঃখেলাফত ও রাজতন্ত্র (বই)

টপিক-৩ঃখেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্য

রাসূল (স) এর ওফাতের পর জনগণ তাদের ইচ্ছে মতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলিফা নির্বাচিত করেন। মুসলিম মিল্লতে এ খলিফাদের কে খেলাফতে রাশেদা বা সত্যাশ্রয়ী খেলাফত বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

১.নির্বাচনী খেলাফত

এখানে কোন বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠা হয়না,বলপ্রয়োগে কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়না,খেলাফত লাভের জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্ঠা তদবীর করেনা।
রাসূল সা ওফাতের পর জনগণ তাদের মর্যীমতো পর পর চার জন সাহাবী কে খলিফা নির্বাচিত করেন। মুসলিম মিল্লাত এ খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বা সত্যাশ্রয়ী খেলাফত বলে গ্রহণ করেছেন।
হযরত আবু বকর রা তাঁর ওফাতকালে হযরত ওমর রা এর সম্পর্কে অসিয়ত লিখান,অতপর জনগণকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেন, "আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করেছি তোমরা কি তাঁর উপর সন্তষ্ট? আমি আমার কোন আত্নীয় কে নয় বরং ওমর ইবনুল খাত্তাব কে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।"
সবাই সমস্বরে বলে ওঠে," আমরা তাঁর কথা শুনবো এবং তাঁর আনুগত্য করবো"
হযরত আবু মূসা আশআরী রা বলেন,খেলাফত হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে।

২.শুরাভিত্তিক সরকার

খেলাফত পদ্ধতি তে সরকারের কার্যনির্বাহ এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে করতেন না।সুনানে দারমীতে হযরত মায়মুনা ইবনে মাহরানের একটি বর্ণনা আছে যে,হযরত আবু বকর (রা) এর নীতি ছিল, তাঁর সামনে কোন বিষয় উথাপিত হলে তিনি প্রথম দেখতেন এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব কি বলে।সেখানে কোন নির্দেশ না পেলে এ ধরনের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা) কি ফায়সালা দিয়েছেন তা জানতে চেষ্টা করতেন। রাসূলের সুন্নায়ও কোন নির্দেশ না পেলে জাতীয় শীর্ষস্থানীয় এবং সৎ ব্যক্তিদের সমবেত করে পরামর্শ করতেন। সকলের পরামর্শ ক্রমে যে মতই স্থির হতো, তদনুযায়ী ফায়সালা করতেন। হযরত ওমর (রা)এর কর্মনীতি ও ছিল অনুরূপ।
পরামর্শের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শূরার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে।

৩.বাইতুল মাল একটি আমানত

তাঁরা বাইতুল মালকে আল্লাহ এবং জনগণের আমানত মনে করতেন। তাঁদের মতে খেলাফত এবং গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য ছিল এই যে, রাজা বাদশাহগণ জাতীয় ভাণ্ডারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে নিজেদের খাহেশ মতো স্বাধীন ভাবে তা ভোগ করতেন আর খলিফা তাকে আল্লাহ এবং জনগণের আমানত মনে করে সত্য -ন্যায়নীতি মুতাবিক উসুল করতেন এবং ব্যয় করতেন

৪.রাষ্ট্রের ধারণা

রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে কি ধারণা করতেন তা তাঁদের ভাষণ থেকেই বুঝা যায়

হযরত আবু বকর (রা) বাইয়াত ও শপথ গ্রহণের পর বলেন,আমি সঠিক কাজ করলে আমাকে সহযোগিতা করবেন, অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দিবেন। আপনাদের দূর্বল ব্যক্তিঐতআমার নিকট সবল।আল্লাহর ইচ্ছায় যতক্ষন আমি তার অধিকার তাকে দিতে না পারি।আর আপনাদের মধ্যে সবল ব্যক্তি আমার নিকট দূর্বল যতক্ষন আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তার কাছ থেকে আমার অধিকার আদায় করতে না পারি।আমি যতক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য করব আপনারা আমার আনুগত্য করবেন আর আমি আল্লাহ ও রাসূল সা এর নাফরমানী করলে আপনাদের উপর আমার কোন আনুগত্য নেই।

হযরত ওমর (রা) তাঁর এক ভাষণে বলেনঃলোকসকল, আমার উপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তোমাদের নিকট তা ব্যক্ত করছি, এসব অধিকারের জন্য তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো।আমার উপর তোমাদের অধিকার এই য,খেরাজ থেকে বেআইনী ভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবো না।আর আমার উপর তোমাদের অধিকার এই যে,এভাবে যে অর্থ আমার হাতে আসে অন্যায়ভাবে তার কোন অংশও আমি ব্যয় করবোনা।

হযরত আলী (রা) নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় করতে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন, প্রতিটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন, ব্যবসায়ীরা কাজ কারবারে প্রতারণা করছেন কিনা দেখতেন। এ দৈনন্দিন ঘুরাঘুরির ফলে কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাকে দেখে ধারনাই করতে পারতোনা যে মুসলিম জাহানের খলিফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কারণ তাঁর পোশাক থেকে বাদশাহীর কোন পরিচয় পাওয়া যেতনা।

৫.আইনের প্রধান্য

খলিফাগণ নিজেদের আইনের উর্ধ্বে মনে করতেন না।বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের সাধারণ নাগরিকদের সমান মনে করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি (কাযী)নিয়োগ দিলেও খলিফাদের বিরুদ্ধে রায় দানে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন যেমন স্বাধীন একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যাপারে।
ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান বর্ণনা করেন যে,হযরত আলী রা এবং জনৈক যিম্মি বাদী বিবাদী হিসাবে কাযী শোরাইহ এর আদালতে উপস্থিত হন।কাযী দাঁড়িয়ে হযরত আলী (রা)কে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি (হযরত আলী রা)বলেন, এটি তোমার প্রথম বে-ইনসাফী।

৬.বংশ গোত্রের পক্ষপাত মুক্ত শাসন

খেলাফতের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পক্ষ পাত মুক্ত শাসন। হযরত আবু বকর রা এবং তারপর হযরত উমর রা নিরপেক্ষ এবং পক্ষ পাতমুক্ত ইনসাফ পূর্ণ আচরণের মাধ্যমে কেবল আরবের বিভিন্ন গোত্রে নয় বরং অনারব নওমুসলিমদের সাথে ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতেন এবং আপন বংশ গোত্রের সাথে কোন প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। হযরত আবু বকর রা তাঁর খেলাফতকালে আপন গোত্রের কোন লোককে কোন সরকারি পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর রা তাঁর গোটদ শাসনকালে তাঁর গোত্রের একজন লোককে তহসিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছু দিন পর আবার এই পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেছিলেন।

৭.গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি

সমালোচনা এবং মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতাই ছিল খেলাফতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। খলিফা গণ নিজেরা শুরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।মুক্ত পরিবেশে সকল সদস্য নিজ নিজ ইমান এবং বিবেক অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। ফয়সালা করা হতো দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে।কারোর দাপট, প্রভাব প্রতিপত্তি এখানে প্রয়োগ সম্ভব হতো না।হযরত আবু বকর রা বাইয়াত গ্রহণের পর পরই ভাষণে বললেন,
আমি সঠিক কাজ করলে আমাকে সহযোগিতা করবেন অন্যায় করলে সোজা করে দিবেন
হযরত ওমর রা এর সময় একদা হযরত সালমান ফারসী(রা)প্রকাশ্য মজলিসে হযরত ওমর রা এর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন -''আমাদের সকলের ভাগে এক একখানা চাদর পড়েছে, আপনি দুখানা চাদর কোথায় পেলেন? হযরত ওমর রা এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা সাক্ষ্য প্রদান করেন যে ২য় চাদর খানা তিনি তাঁর পিতাকে ধার দিয়েছেন। হযরত ওমর রা

একদা মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি কোন ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? হযরত বিশর রা ইবনে সাদ বললেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মত সোজা করে দিব,তখন হযরত ওমর রা বলেন তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ।

তথ্য সহায়তায়:খেলাফত ও রাজতন্ত্র (বই)

টপিক-৪ঃগণতন্ত্র কি

গণতন্ত্র এটি মূলত গ্রীক শব্দ। যা দুটি শব্দ Demos এবং kratos মিলে গঠিত।Demos অর্থ জনসাধারণ বা people আর kratos এর অর্থ শাসন বা Rule অর্থাৎ এর পূর্ণ রুপ হলো Rule of the people বা জনগণের শাসন।গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যাতে শাসন ক্ষমতার মূল উৎস জনগণ।এর শাসকগণ মূলত জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে।সাধারণত একটি নির্দিষ্ট টার্মের বা সময়ের জন্য একটি অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় নিয়ে নির্বাচিত হন।

তথ্যসূত্র:উইকিপিডিয়া

টপিক-৫ঃগণতন্ত্রের পরিচয়

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত ধর্মহীন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা। তবে ‘জনগণের শাসন ব্যবস্থা’ বা জনগণের সরকার ব্যবস্থা হিসাবেই এটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইংরেজী Democracy শব্দের বাংলা অর্থ গণতন্ত্র। এই ইংরেজী Democracy শব্দটি গ্রীক শব্দ Demos ও Kratia থেকে উৎপন্ন হয়েছে। Demos শব্দের অর্থ জনগণ আর Kratia শব্দের অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। সুতরাং উভয় শব্দের মিলিত অর্থ দাঁড়ায় জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতা।

সাধারণভাবে গণতন্ত্র বলতে বুঝায়, এমন এক মতবাদ বা ব্যবস্থাকে যেখানে সমাজ-রাষ্ট্রের আইন-বিধান প্রণয়ণের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় জনগণের উপর বা তাদের নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের উপর। মোটকথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে শাসন কার্য পরিচালনাকে গণতন্ত্র বলে।

(ক) গ্রীক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় বলেন, এটা এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপর ন্যস্ত থাকে না, সমাজের সদস্যগণের উপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে'।

(খ) অধ্যাপক শেলী বলেন, Democracy is a form of government in which every one has a share in it. অর্থাৎ 'যে সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে'।

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা 'আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় 'গণতন্ত্র'-এর আধুনিক সংজ্ঞা দেন এভাবে যে, Democracy is the government of the people by the people and for the people. অর্থাৎ 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা জনগণের উপর জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন ব্যবস্থা বুঝায়'।

মোটকথা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ শাসনের নামই গণতন্ত্র। অন্য কথায় গণতন্ত্র হ'ল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণরূপে জনসমষ্টির ইচ্ছাধীনে পরিচালিত।

টপিক -৬ঃগণতন্ত্রের কিছু ইসলামি পরিভাষা

গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত ও মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষা চালু করেছেন। অথচ গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ইতিহাস, এর মূলনীতি ও আদর্শগুলোকে ইসলামী শরী'আতের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। যা কখনো ইসলামের সাথে এক হবার নয়।

আইন অর্থ শরীয়ত

ইসলামের মাঝে শরীয়ত শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতন্ত্রের মধ্যে এ অর্থই হল,আইন শব্দের। যেমনিভাবে বলা হয় এটি শরীয়ত সম্মত অন্যটি শরীয়ত বিরোধী তেমনি ভাবে গণতন্ত্রের মধ্যে ও বলা হয় অমুক কাজটি আইনী আর ওটা বেআইনি।

আদর্শ অর্থ বিশ্বাস

গণতন্ত্রে আদর্শ বা মতবাদ ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে অর্থে ইসলামি শরীয়তে আক্বীদা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

আইনসম্মত অর্থ হালাল

ইসলামি শরীয়তে যেমন হালাল শব্দ বলা হয় তেমনি গণতন্ত্রে আইনসম্মত শব্দ ব্যবহৃত হয়।গণতন্ত্রে যদি বলা হয় মদের ব্যবসা ও মদ্যপান বৈধ তাহলে তার অর্থ হলো গণতন্ত্রের নিয়মে মদের ব্যবসা ও মদ পান আইনসম্মত তথা হালাল।

বেআইনি অর্থ হারাম

গণতন্ত্রে সাক্ষী থাকা সত্বেও মদ্যপানকারীকে আশি দোররা মারা বেআইনি অর্থাৎ হারাম অথচ ইসলামি শরীয়তে মদ পান হারাম

ডিউটি, দায়িত্ব অর্থ ফরজ

গণতন্ত্রের নিয়মে যখন ডিউটি বা দায়িত্ব শব্দ ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হলো এ কাজ সম্পন্ন করা ফরজ অর্থাৎ আবশ্যকীয়ভাবে পালন করতে হবে।

তথ্যসূত্র সহায়তায় :ইসলাম ও গণতন্ত্র (বই)

টপিক-৭ঃগণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ হলো রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস। গণতন্ত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো-

১। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার

বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে বোঝায়। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন গণতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বর্তমান রাষ্ট্রগুলো বৃহদায়তন এবং জনসংখ্যা ব্যাপক হওয়ার কারণে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণপূর্বক শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভবপর হয় না। ফলে বর্তমানে প্রতিনিধিত্বমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

২। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন

গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সবাই শাসনকার্য পরিচালনা করার সুযোগ পায় না। সাধারণত নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সে দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের নিয়ে সরকার গঠিত ও দেশ পরিচালিত হয়।

৩। জনমতের প্রাধান্য

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনমতের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে জনমতকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। জনমতের উপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব। জনমত হলো গণতন্ত্রের আত্মাস্বরূপ।

৪। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার তার যাবতীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের কাছে দায়ী থাকে। বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। আইনসভার আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে।

৫। বহুদলীয় ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বহুদলীয় ব্যবস্থা। পরোক্ষ গণতন্ত্রে বিভিন্ন দল থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে থাকে। নির্বাচনে যে দল জয়লাভ করে সে দল সরকার গঠন করে। যেসব দল সরকার গঠন করতে পারে না তারা সরকারের বাইরে থেকে গঠনমূলক বিরোধিতা করে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

৬। আইনের শাসন

গণতন্ত্রে আইনের শাসনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে আইনের চোখে সবাই সমান মর্যাদা ভোগ করে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সবাইকে আইনের অনুশাসন মেনে চলতে হয়।

৭। নির্বাচনব্যবস্থা

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্বাচনব্যবস্থা। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের বাছাই করে থাকে। এ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের বাহন।

৮। স্বাধীন প্রচারমাধ্যম

গণতন্ত্রে প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা স্বীকৃত। প্রচারমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতা সুষ্ঠু জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রচারমাধ্যমে সরকারের কর্মকাণ্ড প্রচারের পাশাপাশি এ বিষয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়

তথ্যসূত্র :উইকিপিডিয়া

টপিক-৮ঃগণতন্ত্র ও খেলাফত সংঘর্ষের দিকসমূহ

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। গণ মানুষের ইচ্ছা বা আইন অনুসারে পরিচালিত হয় বলেই এর রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়। অন্যদিকে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর খলীফা হিসাবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে খেলাফত বলা হয়। প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু'টিই মানব রচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' আল্লাহর অনুমোদিত শাসন ব্যবস্থার নাম'।

নিম্নে খেলাফত ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের দিকগুলো উল্লেখ করা হ'ল।

(১) গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা স্পষ্ট শির্ক। পক্ষান্তরে ইসলামের খেলাফতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত।

(২) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হ'ল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা। পক্ষান্তরে খেলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হ'ল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

(৩) গণতন্ত্রের মূল দর্শন হ'ল মানুষকে সন্তুষ্ট করা যেভাবেই হোক। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে মানুষের সেবা করা।

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয় না। এর রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে।

(৫) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, তাই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হ'তে পারে, তেমনি ইচ্ছামত যেকোন আইন রচনা করতে পারে। এজন্য 'Majority must be granted' হ'ল গণতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানা হয় সেহেতু ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ অধিকাংশের মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন' (আন'আম ১১৬)।

(৬) গণতন্ত্রে রাজনীতি চলে বহুদলীয় পদ্ধতিতে। একদল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করে। ভোটে পরাজিত দল বা দল সমূহ বিরোধী দলে থেকে সরকারের সমালোচনা করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু দল, মত ও ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাপনা স্বীকৃত নয়। কেননা তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। খেলাফতে খলীফা উম্মাহর দায়িত্বশীল বা খাদেম হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ কোন দলের লোক হন না।

(৭) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ততদিন ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। যোগ্যতা হারালে বা অক্ষম প্রমাণিত হ'লে ঐ মুহূর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে। তাঁকে শাসন ক্ষমতায় বসানো বা প্রয়োজনে বিদায় করা শরী'আতে আবশ্যক।

(৮) গণতন্ত্রে নেতাকে পদপ্রার্থী হ’তে হয়। নিজের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ঘোষণা দিয়ে তাকে পদের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হয়। অপরপক্ষে খেলাফতে কেউ নেতৃত্ব বা পদ চাইলেই তিনি নেতৃত্ব দানের অযোগ্য বিবেচিত হন, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

(৯) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শূরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশী যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

(১০). যেহেতু ইসলামী ব্যবস্থার আইন কানুনগুলো কুরআনুল কারীম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সুন্নাহর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে, তাই কিয়ামত পর্যন্ত এগুলোতে কোন ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার সুযোগ নেই। এর মাধ্যমেই সত্য-মিথ্যা নির্ধারিত হবে। বাতিলের এখানে জায়গা নেই, কেননা এটি চিরন্তন বিষয়।

কিন্তু প্রজাতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের আইন কানুনগুলো এক ধরনের সংবিধানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা সব সময়, সঠিক না ভুল, ভুল না সঠিক এই ধরনের সংশয়ের মাঝে পতিত থাকে। তাছাড়া এখানে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বিয়োজন চলতেই থাকে। এটি স্থায়ী কোনো বিষয় নয়। এবং মানুষ (শাসক) নিজেরাই একে পরিবর্তন করে।(১১)গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

(১১)গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

পক্ষান্তরে উম্মতের বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়। কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বা মত গ্রহণ করা হ’তে পারে, কখনো সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতও গ্রহণ করা হ’তে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চাইতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত

বেশী কল্যাণকর মনে হয়। এমনকি ১০০ জন শূরা সদস্যদের মধ্যে ১ জন সদস্যের পরামর্শ বা মত যদি দলীল-প্রমাণ ও বিবেক-বিবেচনার অনুকূলে হয়, তাহ'লে সেটাই গ্রহণ করা হয়।

তথ্যসূত্র সহায়তায়ঃ

(মাসিক আত তাহরীক)

টপিক-৯০:গণতন্ত্র কেন শিরক, কুফরী

গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে শিরক এবং কুফরী হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন :

(১) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْك 'রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই' (বনী ইসরাঈল ১৭/১১১)। তিনি আরো বলেন, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء 'তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন' (আলে ইমরান ৩/২৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير 'বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান' (মূলক ৬৭/১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن 'যার হাতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই' (ফুরক্বান ২৫/২)।

আল্লাহর বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক।

(২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহর উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরী করতে পারে, এমনকি আল্লাহর আইনকে বাতিলও করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-মদের লাইসেন্স দেওয়া, সূদের বৈধতা দেওয়া, ১৮

বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া, স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া, যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বরুবিয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের) ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী। কেননা আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ 'শুনে রাখ! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার' (আ'রাফ ৭/৫৪)।

তিনি আরো বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ- 'আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' (ইউসুফ ১২/৪০)।

তিনি আরো বলেন, وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 'আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' (রা'দ ১৩/৪১)।

(৩) বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা স্পষ্ট কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا- 'অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতন্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম' (নিসা ৪/৫৯)।

তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' (আহযাব ৩৩/৩৬)

তথ্যসূত্র সহায়তায়ঃ

মাসিক আত তাহরীক

টপিক-১০ঃগণতন্ত্র কেন জাহিলিয়াত

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠতা, জ্ঞান-গরীমা, সততা, আল্লাহভীরুতার কোনই শর্ত নেই। যেকোন নাস্তিক, কাফির, ফাসিক-ফাজির, নির্বোধ-জাহেল ব্যক্তি পার্লামেন্ট সদস্য হ'তে পারে টাকার জোরে বা দলীয় আনুগত্য বিবেচনায়। ফলে এসব সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাহেলী আইন-কানূন প্রণয়ন করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার হওয়ার জন্যও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী হওয়ার শর্তারোপ করা হয় না। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহেল লোকদের ভোটে শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞরাই সাধারণত নেতা নির্বাচিত হয়। এজন্য গণতন্ত্রকে অনেক মনীষী মূর্খদের শাসন বলেছেন।

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে এটা প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন।

২. জন লেকি বলেন, 'গণতন্ত্র দারিদ্র্য পীড়িত, অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন ব্যবস্থা; কারণ তারাই রাষ্ট্রে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।

৩. মিশরীয় ইসলামিক স্কলার মুহাম্মাদ কুতুব বলেন, আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় বিধান হ'ল দু'টি। একটি হ'ল আল্লাহর বিধান অপরটি জাহেলিয়াতের বিধান (মায়েদাহ ৫০)। গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান।

(১) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম ও গণতন্ত্র দু'টি বিপরীতমূখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়। একটি আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল'।

(২) আবু কাতাদা ওমর বিন মাহমূদ বলেন, 'যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যিন্দীকদের (যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে কুফুরী গোপন করে) মত, যারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে। ... ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পসন্দ-অপসন্দের স্বাধীনতা

দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব, যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিনষ্টকারী’।

(৩) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে’।

(৪) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, ‘মোটকথা ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কোন কিছু নেই। এই নব আবিষ্কৃত তথাকথিত গণতন্ত্র শুধু একটি বানানো প্রতারণার বস্তু। বিশেষ করে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা মুসলিম এবং কাফের শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত, অনৈসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হবে?

তথ্যসূত্র সহায়তায়ঃ

মাসিক আল কাওসার

টপিক -১১ঃখেলাফত কেন গণতন্ত্রের চেয়ে উত্তম

গণতন্ত্রের বাস্তবতা,,

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে সমস্ত বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছানো যেন মুহূর্তের ব্যাপার। তাই নিজ দেশের পরিস্থিতিকে আর বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে মিয়ানমারের গণতন্ত্রের মানসকন্যা খ্যাত ও শান্তিতে নোবেলজয়ী অং সান সূচি তথাকথিত গণতান্ত্রিক বিজয়ের জয়মাল্য পরিধান করেছেন। বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত আরাকানের অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিম মানবতা। কিন্তু বিশ্বকে হতাশ ও বিমূঢ় করে ১৯৪২, ১৯৭৮ ও ১৯৯২-এর ন্যায় ২০১২ সালের ৮ই জুন সূচি’র দেশের নরপশু সদৃশ সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিরীহ মযলুম রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের ষ্টীমরোলার চালায়। ছুটে আসে তারা আশ্রয় নেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী আমাদের মুসলিম নামধারী সরকার চূড়ান্ত অমানবিকতা

প্রদর্শন করে তাদের এতটুকু আশ্রয় প্রদান করতে সম্মত হয়নি। বিশ্ববাসী এই অমানবিক নিপীড়নের মর্মান্তিক দৃশ্য অসহায়ের মত অশ্রুসজল নেত্রে অবলোকন করেছে। তাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে যে, মানুষের তৈরী করা বিভিন্ন মতবাদ ও তন্ত্রমন্ত্রের হোতাদের নগ্ন চেহারা কত বীভৎস। তাই সারাবিশ্ব এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে মুক্তির প্রকৃত সত্য পথের দিকে।

উন্নত রাষ্ট্র আর উন্নয়নশীল বিকাশমান রাষ্ট্রের (মুসলিম বা অমুসলিম) দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই বুঝা যায় যে, বিশ্ব সভ্যতার সূচনাকারী এবং বিশ্ব মানবতার সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী ও অধিকর্তা মুসলিম জাতির অবস্থা আজ অত্যন্ত করুণ। জাতিসংঘ ও ফ্যাসিবাদী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন ও উজাড় করে চলেছে একের পর এক মুসলিম জনপদ ও দেশসমূহকে। পারমাণবিক বোমা নামক মারণাস্ত্রের আঘাতে জর্জরিত অসহায় মানবতা অত্যাচার-নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট ও নিগৃহীত হচ্ছে অবিরত। অন্যদিকে চরম অনৈতিকতার বিস্তার ঘটছে তাদের চালু করা আকাশ সংস্কৃতির বিভিন্ন রকমারী আয়োজনের হিংস্র থাবায়। পাশাপাশি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল (?) রাখতে অনুসরণ করছে মস্তিষ্কপ্রসূত নানা মতবাদের। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বস্তুবাদী মতাদর্শের। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে সূদ-ঘুষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে অনুসরণ করছে তথাকথিত মাযহাব, মতবাদ, ইযম, তরীকাসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিশেষের মতাদর্শ। এছাড়া দেশের আদালতগুলিতে ইসলামী বিধান অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় মানবরচিত আইনে মুমিনকে জেল-ফাঁসি বরণ করতে হচ্ছে। ফলে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা ব্যাপকতা লাভ করেছে। এভাবেই সমস্ত দুনিয়া আজ মিথ্যা, অন্যায়, অকল্যাণের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ইসলামি খেলাফতে,,

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ, যা বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এটি মানবজাতির জন্য সর্বাবস্থায় চির কল্যাণকর। যার মধ্যে সকল যুগের সমস্ত মানুষের জন্য জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সুস্পষ্ট ও স্থায়ী কল্যাণের পথনির্দেশ রয়েছে। যা সকলের জন্য সমানভাবে অনুসরণীয় ও পালনীয়। আধুনিক বিশ্বের প্রখ্যাত আইনবিদ এ. কে. ব্রোহী, বিশ্বনন্দিত বিচারপতি জাস্টিস কায়ানী, জাস্টিস কর্নোলিয়াস, জাস্টিস মুরশেদ, জ্ঞানতাপস ড. মুঃ শহীদুল্লাহ সকলেই মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার

প্রতিষ্ঠা, বিশ্বশান্তি ও মুক্তি একমাত্র ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, `Islam is the fully balanced and complete coad of life' অর্থাৎ 'ইসলাম হচ্ছে একটি ভারসাম্যমূলক পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি'। কতগুলো ব্যক্তিগত নীতি-আদর্শ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বিধানসহ তার ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয়েও ইসলাম চিরস্থায়ী হেদায়াত ও সমাধান পেশ করেছে। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল প্রয়োজনীয়তা এ কারণে যে, পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে যেন ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করা সহজ হয় এবং মানবকল্যাণ নিশ্চিত হয়।

পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইসলামী খেলাফতের কোন বিকল্প নেই। গণতান্ত্রিক বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন মুসলমান ব্যক্তির জীবনে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে পালনের স্বাধীনতা থাকলেও বৈষয়িক জীবনে বস্তুবাদী আইনে শাসিত হতে হয়। ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসরণের ফলে একজন মুমিন ব্যক্তির রিযিক হারাম রিযিকে পরিণত হয়। অন্যদিকে মস্তিষ্কপ্রসূত আইনসমূহের চোরাবালিতে অসহায় ও নির্দোষ ব্যক্তিরা বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানে। অবশেষে চূড়ান্ত ফায়সালায় ফাঁসি, না হ'লে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে নির্জন-নিভৃতে নীত হয়। ফলে তথাকথিত আইন মানুষের নিকট ভক্তি-শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে অরুচিকর বিষয়ে পরিণত হয়। যার কারণে সামাজিক স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সুবিচারের পথ বিলুপ্ত হয়। ব্যাপকতা লাভ করে বিশৃঙ্খলা আর অস্থিতিশীলতা। আর এ সমস্ত কারণেই একজন মুসলিম সর্বদা দেশে-বিদেশে সর্বত্র ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকবে। কারণ ইসলামী খেলাফত শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, বরং খেলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর।

তথ্যসূত্র সহায়তায়ঃ
উইকিপিডিয়া